রাজস্ব নীতি
Fiscal Policy

৮

ভূমিকা
Introduction

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচলনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করে। রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশেষ করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য সরকারী ব্যয় এবং কর নীতির ব্যবহারকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে দ্রব্য ও সেবার সামগ্রিক চাহিদা, কর্মসংস্থান, মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অর্থাৎ রাজস্ব নীতি হচ্ছে একটি দেশের সরকারের আয় এবং ব্যয় ব্যবস্থাপনার কৌশল। সরকার প্রতি বছর জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে রাজস্ব নীতি প্রকাশ করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৮.১ : রাজস্ব নীতির সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও হাতিয়ার
পাঠ ৮.২ : রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা
পাঠ ৮.৩ : অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা
পাঠ ৮.৪ : আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সম্পর্ক

পাঠ-৮.১ রাজস্ব নীতির সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও হাতিয়ার
Definition, Objectives and Tools of Fiscal Policy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজস্ব নীতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজস্ব নীতির হাতিয়ারগুলো লিখতে পারবেন।

রাজস্ব নীতি
Fiscal Policy

সরকারি অর্থব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজস্ব নীতি। সরকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সকল নীতি গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো রাজস্ব নীতি। সংক্ষেপে সরকারের রাজকোষ পরিচালনা নীতি হলো রাজস্ব নীতি। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন ভাবে রাজস্ব নীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন বলেন, "রাজস্ব নীতি বলতে আমরা কর ও সরকারি ব্যয়ের সেই রূপদানকেই বুঝি, যার দ্বারা বাণিজ্য চক্র প্রশমিত হয়, যা অর্থব্যবস্থাকে সম্প্রসারণশীল করে এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন থেকে মুক্তি দিয়ে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌছাতে সহায়তা করে।"

অর্থনীতিবিদ মিসেস হিকস্ বলেন, "রাজস্ব নীতি হলো এমন একটা নীতি, যা অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি অর্থব্যবস্থার যাবতীয় উপাদানকে কাজে লাগায়।"

সুতরাং, রাজস্ব নীতি বলতে সরকারের আয়-ব্যয় এবং রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত নীতিকে বোঝায়। এক কথায় সকল প্রকার সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার যে নীতি গ্রহণ করে তাকে রাজস্ব নীতি বলে।

রাজস্ব নীতির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য
Aims or Obectives of Fiscal Policy

কোনো দেশের রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য নির্ভর করে মূলত সে দেশের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির উপর। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ায় তাদের রাজস্ব নীতিতে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের রাজস্ব নীতির কতগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. **পূর্ণ নিয়োগ অর্জন ঃ** পূর্ণ নিয়োগ বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যখন দেশে প্রচলিত মূল্যে নিয়োগ পেতে ইচ্ছুক এমন সকল উপকরণ নিয়োজিত থাকে। পূর্ণ নিয়োগ অর্জিত না হলে জাতীয় আয়ের কাম্যস্তর বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তাই, দেশে যখন অনেক কর্মক্ষম লোক বেকার থাকে এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত থাকে তখন সরকার রাজস্ব নীতির মাধ্যমে সেই সমস্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে থাকেন। এভাবে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করা হয় এবং তা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।

২. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ঃ** রাজস্ব নীতির সাহায্যে বাণিজ্য চক্রের অনাকাঙ্ক্ষিত ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির সময় চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে তা রোধ করার জন্য কর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আবার মন্দার সময় নিয়োগ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কর কমানো যেতে পারে। এভাবে চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতি অনুসরণের মাধ্যমে বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা রোধ করা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব।

৩. **দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা ঃ** বর্তমানে প্রত্যেক দেশে সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। দ্রব্যমূল্য দ্রুত ওঠানামা করলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অস্থিরতা দেখা

দেয়। দ্রব্যমূল্য বাড়লে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবার দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেলে উৎপাদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং মূল্যস্তরের ওঠানামা দেশের জন্য ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে সরকার তার রাজস্ব নীতির মাধ্যমে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার প্রয়াস নিয়ে থাকে।

৪. **আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঃ** দেশের সম্পদ ও আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশের সরকার প্রয়োজনীয় রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এক্ষেত্রে রাজস্ব নীতি এমনভাবে কার্যকর করা হয় যাতে ধনীদের নিকট হতে অধিকতর প্রগতিশীল হারে কর আদায় করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ এমনভাবে ব্যয় করা হয় যাতে সমাজের দরিদ্র লোকেরাই উপকৃত হয়। তাছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর হতে কর হ্রাস এবং বিলাসজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি করে আয় বৈষম্য কমানো যায়।

৫. **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ঃ** দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার কর হার হ্রাস, সরকারি ব্যয় হ্রাস এবং জনগণের নিকট হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস করতে পারে। এভাবে সরকার রাজস্ব নীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৬. **বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণ ঃ** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো ব্যাপক বেকারত্ব। বেকারত্ব লাঘবে সরকার বিভিন্ন ধরনের পূর্ত কর্মসূচি অর্থাৎ রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সাময়িকভাবে মন্দা ও বেকারত্ব দূর করতে পারে।

৭. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** সাম্প্রতিককালে অনেক অর্থনীতিবিদ রাজস্বনীতির লক্ষ্য হিসেবে কাম্য উন্নয়ন বা উন্নয়ন হার অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। উন্নত দেশের রাজস্ব নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন স্তর বজায় রাখা। আর অনুন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশের রাজস্ব নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার ত্বরান্বিত করা।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, সম্পদের কাম্য ব্যবহার, আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, দাম স্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মন্দা ও বেকারত্ব দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে রাজস্ব নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

রাজস্ব নীতির হাতিয়ারসমূহ

Tools of Fiscal Policy

রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেগুলোকে রাজস্ব নীতির উপকরণ বা হাতিয়ার বলা হয়। নিম্নে রাজস্ব নীতির হাতিয়ারসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. **সরকারি ব্যয় ঃ** সরকারি ব্যয় সরাসরি সামাজিক চাহিদা সৃষ্টি করে। সরকার বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনীল খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। এ সকল ব্যয় অর্থনীতির আয়, নিয়োগ, উৎপাদন এবং মূল্যস্তরকে প্রভাবিত করে। সরকারি ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা হয়। এজন্য রাজস্ব নীতির হাতিয়ার হিসেবে সরকারি ব্যয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়।

২. **কর ঃ** রাজস্ব নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো কর। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার কর হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকে। কর বাড়লে ব্যয়যোগ্য আয় কমে যায় ফলে ভোগ ব্যয় কমে। এতে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। আবার কর কমালে ব্যয়যোগ্য আয় বাড়ে হেতু ভোগ বাড়ে। এ ছাড়া কর হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন উৎসাহিতকরণ এবং নিরুৎসাহিতকরণ করা হয়।

৩. **সরকারি ঋণ ঃ** সরকার তার প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। আবার সরকার বিদেশ থেকেও ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সরকারের গৃহীত এসকল ঋণ দেশের উৎপাদন, ভোগ, বিনিয়োগ ও দামস্তরকে প্রভাবিত করে। তাই সরকারি ঋণ রাজস্বনীতির একটি হাতিয়ার।

৪. **ভর্তূকি ঃ** সম্পদের কাম্য বন্টন এবং বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ উৎসাহিতকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট খাতসমূহে ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। যেমন: কৃষকরা যাতে স্বল্প মূল্যে সার ক্রয় করতে পারে সেই

জন্য সরকার সারের ওপর প্রচুর ভর্তুকি প্রদান করে। এভাবে সরকার ভর্তুকি প্রদান করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনতে সক্ষম হয়।

৫. **হস্তান্তর ব্যয় ঃ** সরকারের বিভিন্ন প্রকার হস্তান্তর ব্যয় দেশের উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে; যেমন: অবসর ভাতা, বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ। এসবের ফলে সমাজের আয় বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস পায়।

৬. **বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঃ** বাধ্যতামূলক সঞ্চয় রাজস্ব নীতির অন্যতম হাতিয়ার। সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন হতে কল্যাণ ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথ বীমা ইত্যাদি খাতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ জমা রাখে। এর ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস পায়। এ জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়কে রাজস্ব নীতির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, যেসকল উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার তার রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে সেগুলোই মূলত রাজস্ব নীতির হাতিয়ার।

সারসংক্ষেপ

- রাজস্ব নীতি বলতে আমরা কর ও সরকারি ব্যয়ের সেই রূপদানকেই বুঝি যার দ্বারা বাণিজ্য চক্র প্রশমিত হয়, যা অর্থব্যবস্থাকে সম্প্রসারণশীল করে এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনীতিকে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌছাতে সহায়তা করে।
- রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেগুলোকে রাজস্ব নীতির উপকরণ বা হাতিয়ার বলা হয়।

পাঠ-৮.২ রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা
Effectiveness of Fiscal Policy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে রাজস্ব নীতির ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মন্দা থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ভিত্তিতে রাজস্ব নীতি জানতে পারবেন।
- কেইনসিয়ান তত্ত্বের ভিত্তিতে রাজস্ব নীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্ব নীতির ভূমিকা
Role of Fiscal Policy in Controlling Inflation

দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দিলে রাজস্ব নীতির মাধ্যমে তা প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় হ্রাস, ঋণ গ্রহণ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। মূলত মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা রাজস্ব নীতির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বলতে মূল্যস্ফীতি এবং মুদ্রাসংকোচন মুক্ত একটি অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বুঝায়।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য গৃহীত রাজস্ব নীতিকে চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতি বলা হয়। এর অর্থ হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মন্দা হতে অর্থনীতিকে পরিত্রাণ করে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

নিম্নে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্ব নীতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলোঃ

সরকারি ব্যয় হ্রাস এবং কর বৃদ্ধির মাধ্যমে কীভাবে মূল্যস্ফীতি রোধ করা যায় তা দেখানো যাক।

১. **সরকারি ব্যয় হ্রাস ঃ** দেশে ব্যয় বেশি হলে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। তাই মূল্যস্ফীতির সময় সরকারি ব্যয় হ্রাস করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দেশেই মোট ব্যয়ের একটি বড় অংশ হচ্ছে সরকারি ব্যয়। তাই মূল্যস্ফীতির সময় সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমালে দেশে মূল্যস্ফীতির চাপ কমানো যায়। উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় সংকোচ নীতি গ্রহন করা অসুবিধাজনক। কিন্তু তারপরও অনাবশ্যক ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা এবং দীর্ঘকালে উৎপাদনবর্ধক প্রকল্পে ব্যয় স্থগিত রাখা প্রয়োজন।

২. **কর বৃদ্ধি ঃ** মূল্যস্ফীতি হ্রাস করার অন্যতম প্রভাবকারী বিষয় হলো বেসরকারি ব্যয় হ্রাস করা। এ উদ্দেশ্যে জনগণের ওপর পুরাতন কর হার বৃদ্ধি এবং নতুন কর আরোপ করা প্রয়োজন। এর ফলে মানুষের ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস পাবে এবং ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, মূল্যস্ফীতি প্রতিরোধে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর অধিক ফলপ্রসূ হয়। তবে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের একটি সীমা আছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্কের মতে, জাতীয় আয়ের পঁচিশ শতাংশের বেশি কর আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই অবশ্যই লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কর বৃদ্ধি যেন খুব বেশি না হয় এবং মানুষের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতাকে যেন তা বিরূপভাবে প্রভাবিত না করে।

মন্দা দূরীকরণে রাজস্ব নীতির প্রতিক্রিয়া
Fiscal Policy Response to Recession Relief

রাজস্ব নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মন্দা বা বেকারত্ব দূর করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন। অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে সরকার সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করে তা দূরীকরণের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি করা।

এই লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে-

১. **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি:** অর্থনীতিতে বেকারত্ব বা মন্দাবস্থা দেখা দিলে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তা দূর করা যায়। সরকার তার ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে অর্থনীতিতে আয় প্রবাহ বাড়ে, সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং আয়, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বাড়ে। ফলে বেকারত্ব কমে আসে এবং অর্থনীতি পূর্ণ নিয়োগের দিকে অগ্রসর হয়।

২. **কর হ্রাস:** সরকার অনেক সময় মন্দা দূরীকরণে কর হ্রাস করে থাকে। করহার হ্রাস করলে মানুষের ব্যয় যোগ্য আয় বাড়ে। আর এতে বাজারে পণ্য সামগ্রী ও সেবার চাহিদা তথা সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মানুষের প্রত্যাশা বাড়ে এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব দূরীভূত হয়।

এভাবে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি তথা সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং কর হ্রাসের মাধ্যমে দেশের আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থনীতিতে বিদ্যমান মন্দা এবং বেকারত্ব দূরীকরণ করা সম্ভব।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ভিত্তিতে রাজস্ব নীতি

Fiscal Policy based on Classical Theory

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্ণ নিয়োগজনিত উৎপাদন অবস্থায় সামগ্রিক যোগান রেখা উলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রে দাম স্তর যাই হোক, পূর্ণ নিয়োগজনিত উৎপাদন বজায় থাকে। নিম্নে ক্লাসিক্যাল যোগান রেখার মাধ্যমে প্রসারমাণ রাজস্ব নীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো:

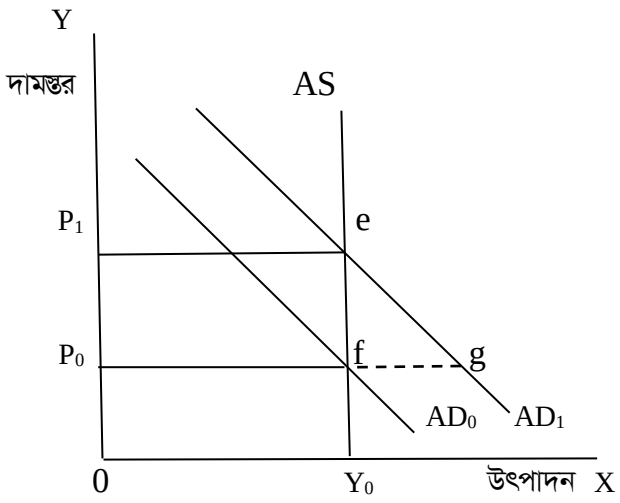

চিত্র ৮.১ : রাজস্ব নীতির সম্পূর্ণ অকার্যকারিতা

চিত্র ৮.১ এ সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের সমতার মাধ্যমে প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু f নির্ধারিত হয়। এখানে পূর্ণ নিয়োগজনিত উৎপাদন Y_0 এবং দামস্তর P_0। এখন রাজস্ব নীতির প্রসারতার মাধ্যমে AD রেখা স্থান পরিবর্তন করে AD_1 হয়। এক্ষেত্রে P_0 দামে চাহিদা বাড়লে বাড়তি চাহিদা হয়। কিন্তু ফার্মের পক্ষে সেই চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়। কারণ ইতিমধ্যেই পূর্ণনিয়োগ অর্জিত হয়েছে। যখন ফার্ম অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করতে চেষ্টা করে, তখন কেবল মজুরি বৃদ্ধির টোপ শ্রমিকদের সামনে রাখা হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে নিয়োগ বাড়ে না। কিন্তু মজুরি বাড়ে। তখন উৎপাদন খরচ বাড়ে। ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম P_0 থেকে P_1 তে বাড়ে। সুতরাং দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে ক্লাসিক্যাল ধারণা অনুসারে উৎপাদন বাড়তে পারে না, কেবল দামস্তর বাড়ে। কাজেই ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা অনুসারে সামগ্রিক যোগান রেখা উলম্ব হয়। ফলে রাজস্ব নীতিতে পূর্ণ ক্রাউডিং আউট দেখা দেয়।

IS-LM মডেলের মাধ্যমে ক্রাউডিং আউট প্রভাব ব্যাখ্যা

এ উদ্দেশ্যে প্রথমে IS রেখা এবং LM রেখা সম্পর্কে ধারণা নেয় যাক।

IS রেখা: IS রেখা হলো এমন একটি রেখা যার প্রত্যেক বিন্দুতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের পরিমাণ সমান থাকে এবং ঐ বিন্দুগুলোতে সুদের হার ও জাতীয় আয়ের বিপরীতমুখী সম্পর্ক প্রকাশ পায়। IS রেখা দ্রব্য বাজারের ভারসাম্য অর্থাৎ দ্রব্য বাজারে মোট চাহিদা এবং মোট যোগানের সমতাও প্রকাশ করে। রেখাটি নিম্নরূপ-

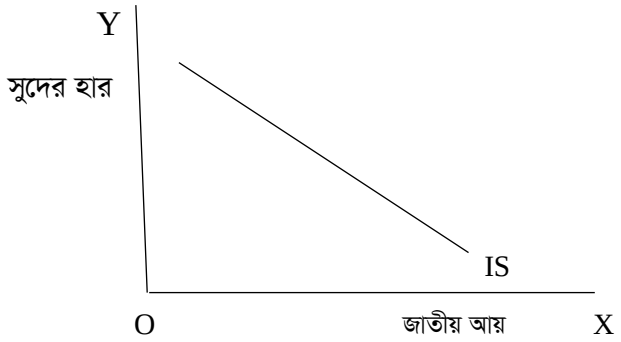

চিত্র ৮.২: IS রেখা

উপরের চিত্র ৮.২ এর রেখাটিতে প্রকাশ পায়, সুদের হার কমলে জাতীয় বৃদ্ধি পায় আর সুদের হার বাড়লে জাতীয় হ্রাস পায়। এটিই সুদের হারের সাথে জাতীয় আয়ের বিপরীতমুখী সম্পর্ক। তাই IS রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

LM রেখা: LM রেখা হলো এমন একটি রেখা যার প্রত্যেক বিন্দুতে অর্থের চাহিদা এবং অর্থের যোগান সমান থাকে এবং ঐ বিন্দুগুলোতে সুদের হার ও জাতীয় আয়ের সরাসরি সম্পর্ক প্রকাশ পায়। LM রেখা অর্থ বাজারের ভারসাম্য প্রকাশ করে। রেখাটি নিম্নরূপ-

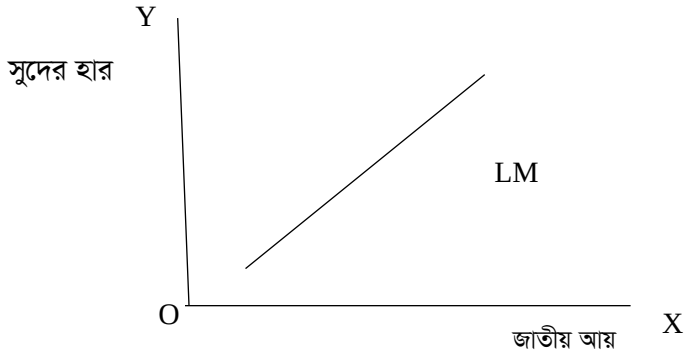

চিত্র ৮.৩: LM রেখা

চিত্র ৮.৩ এর রেখাটিতে প্রকাশ পায়, সুদের হার কমলে জাতীয় আয় হ্রাস পায় আর সুদের হার বাড়লে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। এটিই সুদের হারের সাথে জাতীয় আয়ের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক। তাই LM রেখাটি ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ক্রাউডিং আউট প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো-

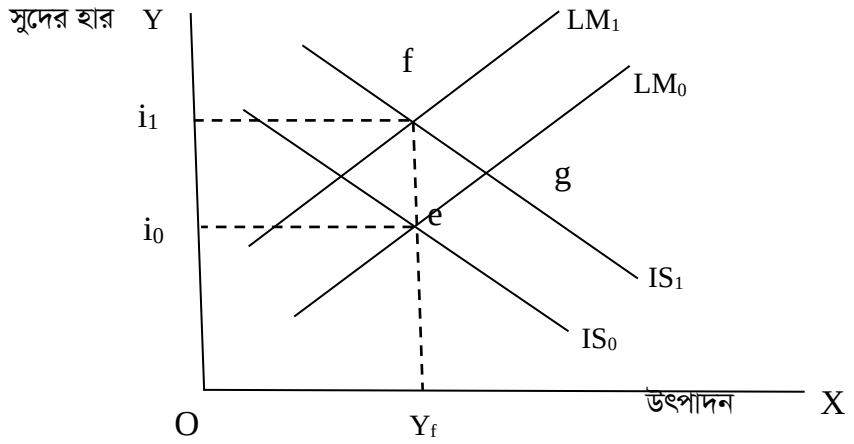

চিত্র ৮.৪ : পূর্ণ ক্রাউডিং আউট

চিত্র ৮.৪ এ IS_0 এবং LM_0 এর সমতা সূচক বিন্দু e তে সামগ্রিক ভারসাম্য অর্জিত হয় যেখানে পূর্ণনিয়োগ জনিত উৎপাদন Y_f এবং সুদের হার i_0 নির্ধারিত হয়। এখন সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতির দ্বারা প্রথমে দ্রব্য বাজারের ভারসাম্য অর্থাৎ IS প্রভাবিত হয়। ফলে IS স্থানান্তরিত হয়ে হয় IS_1 হয়। দামস্তর পরিবর্তিত না হলে দ্রব্য বাজারে বাড়তি চাহিদা মেটানোর চেষ্টা হলে নতুন ভারসাম্য বিন্দু পাওয়া যাবে g । কিন্তু ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা সেখানে নেই। তাই দাম কেবল বাড়ে। তখন LM রেখাও LM_0 থেকে LM_1 তে স্থান পরিবর্তন করে। এতে f বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হয়। এ বিন্দুতে পূর্ণ নিয়োগজনিত উৎপাদন সম্পূর্ণ বিক্রয় হয়ে যায়। কিন্তু সুদের হার বেড়ে i_1 হয়। f বিন্দুতে উৎপন্ন বাজার এবং অর্থবাজার উভয়েরই ভারসাম্য অর্জিত হয়। কিন্তু উৎপাদন ও আয় Y_f তে স্থির থাকে। কাজেই প্রসারমান রাজস্ব নীতির মাধ্যমেও আয়-উৎপাদন ও নিয়োগ অপরিবর্তিত থাকে। তখন পূর্ণ ক্রাউডিং আউট কার্যকর হয়।

কেইন্সীয় মডেলে রাজস্ব নীতি

Fiscal Policy in Keynsian Model

কেইনসীয় মডেলে রাজস্ব নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লর্ড কেইন্স মনে করেন, সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতির প্রয়োগ ছাড়া দেশের আয় ও নিয়োগ অপূর্ণ নিয়োগের পর্যায়ে থেকে যায়। অন্যান্য অপরিবর্তিত থেকে সরকারি ব্যয় বাড়লে দেশের আয় ও নিয়োগ প্রসারিত হয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

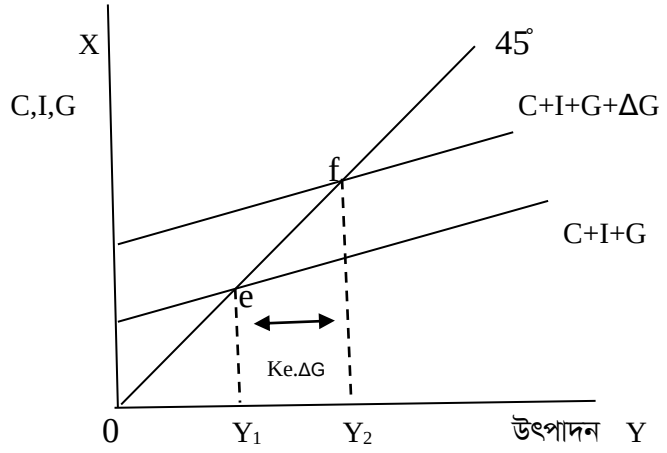

চিত্র ৮.৫ : আংশিক ক্রাউডিং আউট

চিত্র ৮.৫ এ প্রাথমিক ভারসাম্য আয় Y_1। এখন ΔG সরকারি ব্যয় বাড়লে আয় Y_2 তে বাড়ে। $Ke.\Delta G$ এর ভিত্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ পাওয়া যায় Y_1Y_2। এভাবে সরকারি ব্যয় প্রসারিত হলে প্রকৃত ক্ষেত্রে আয় বাড়ে। কিন্তু বাস্তবে অর্থ বাজারের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই বাড়তি আয়ের অবস্থা নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে কিছু আয় হারিয়ে যেতে পারে। একে আংশিক ক্রাউডিং আউট প্রভাব বলা হয়।

সারসংক্ষেপ

দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দিলে রাজস্ব নীতির মাধ্যমে তা প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় হ্রাস, ঋণ গ্রহণ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

পাঠ-৮.৩ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা
Role of Fiscal Policy in Economic Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা
Role of Fiscal Policy in Economic Development

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা আলোচনা করা হলো ঃ

- **সঞ্চয় ও মূলধন গঠন ঃ** সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে রাজস্ব নীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি উন্নয়নশীল দেশের কর ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে ঐ দেশের ভোগব্যয় হ্রাস পায় এবং জনগণ সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। এক্ষেত্রে আয় করের চেয়ে ব্যয় করের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।
- **সম্পদের কাম্য ব্যবহার ঃ** একটি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের সদ্ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে সম্পদকে অনুৎপাদনশীল খাত হতে উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের ক্ষেত্রে করের হার হ্রাস করে বা কর মওকুফ করে এ সকল খাতে সম্পদ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির ভূমিকা রাখতে পারে।
- **মন্দাবস্থা দূরীকরণ ঃ** দেশে মন্দাবস্থা দেখা দিলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস পায়। তখন রাজস্ব নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার তার ব্যয় বৃদ্ধি করে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন পূর্ত কর্মসূচি হাতে নিতে পারে যেমন- রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি করতে পারে।
- **আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঃ** দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সমাজে ধনীদের উপর প্রগতিশীল হারে আয় কর ও সম্পদ কর আরোপ এবং উক্ত করের অর্থ দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা দরকার। এতে সমাজের আয় বৈষম্য হ্রাস পাবে। এটি রাজস্ব নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব।
- **বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান ঃ** সরকার রাজস্বনীতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পারে। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ছাড়া রাজস্ব নীতির বিভিন্ন সুবিধা যেমন- কর মওকুফ, ভর্তুকি প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে দেশে ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব।
- **মুদ্রাস্ফীতি রোধ ঃ** দেশে মুদ্রাস্ফীতির সময় রাজস্ব নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা হয়। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব সরকারি ব্যয় হ্রাস করা এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতির সময় জনগনের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাই এসময় তা রোধকল্পে প্রগতিশীল হারে প্রত্যক্ষ কর আরোপ করে সেই ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করা যায়।
- **আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সৃষ্টি ঃ** দেশের আর্থসামাজিক অবকাঠামো সৃষ্টি করা সরকারের দায়িত্ব। বিভিন্ন সামাজিক অবকাঠামো যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন- পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও ব্রীজ নির্মাণ ইত্যাদি সৃষ্টির জন্য সরকারি ব্যয় রাজস্ব নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা যায়, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা অপরিহার্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য রাজস্ব নীতির হাতিয়ারগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা খুবই দরকার।

উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতি সঠিকভাবে কার্যকর করার পেছনে অনেক প্রতিবন্ধকতা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিম্নে রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করা হলো:

অদক্ষ ও দুর্বল প্রশাসন: রাজস্ব নীতি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতে হলে দেশে একটি সুদৃঢ় ও সুসংহত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের রাজস্ব নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো দুর্বল ও অদক্ষ প্রশাসন।

অনুন্নত কর কাঠামো: বাংলাদেশে কর কাঠামো সমৃদ্ধ না হওয়াতে এখানে করের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়: উন্নয়নশীল দেশে সরকারকে অনেক সময় বিভিন্ন অনুৎপাদনীল খাতে ব্যয় করতে হয়। ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। এতে রাজস্ব নীতি সঠিকভাবে কার্যকর হয় না।

গ্রামীণ বেকারত্ব: বাংলাদেশের মত দেশে গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করার জন্য পূর্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, তাতে সাময়িক এবং মৌসুমী বেকারত্ব দূর হলেও সার্বিক বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয় না।

দুর্নীতি: রাজস্ব নীতি বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাঁধা হলো দুর্নীতি। উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক,ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। রাজস্ব নীতির সফল বাস্তবায়ন হয় না।

প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা: উন্নয়নশীল দেশে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রিতা রাজস্ব নীতির বাসাতবায়নকে বাঁধাগ্রস্ত করে।

আর্থিক কর্তৃপক্ষের সাথে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের অভাব: বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে সাধারণতঃ আর্থিক এবং রাজস্ব কর্তৃপক্ষ পৃথক হয়ে থাকে। উভয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বা মন্দা দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পরে।

গ্রামীণ অর্থনীতি: উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে অধিকাংশ লেনদেন অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। ফলে এসব লেনদেন রাজস্ব নীতির আওতায় আনা সম্ভব হয় না।

সুতরাং, উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সকল সীমাবদ্ধতার জন্য এসব দেশে রাজস্ব নীতি সঠিকভাবে কার্যকর করা সম্বব হয় না।

সারসংক্ষেপ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ-৮.৪ আর্থিক ও রাজস্ব নীতির তুলনা
Difference between monetary policy and fiscal policy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির মধ্যে পার্থক্য কী তা বুঝতে পারবেন;
- রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পাবেন।

রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির মধ্যে পার্থক্য
Difference between Monetary Policy and Fiscal policy

একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তথা সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আর্থিক ও রাজস্ব নীতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা কৌশল। দুটি নীতির উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও পদ্ধতিগত ও প্রভাবগত দিক থেকে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। রাজস্ব নীতি এবং আর্থিক নীতির পার্থক্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. আর্থিক নীতি বলতে একটি অর্থনীতির অর্থসংক্রান্ত নীতিকে বোঝায়। যে নীতি বা পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা এবং অর্থ ও ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে আর্থিক নীতি বলে। আর রাজস্ব নীতি বলতে আয়, ব্যয়, কর ও ঋণসংক্রান্ত নীতিমালাকে বোঝায়।

২. রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষ কাজ করে। এক্ষেত্রে আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অপরদিকে, দেশের রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে অর্থ মন্ত্রণালয় তথা সরকার।

৩. রাজস্ব নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হলো কর, সরকারি ব্যয়, সরকারি ঋণ, ভর্তুকি, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারগুলো হলো ব্যাংক হার, খোলাবাজার নীতি, রিজার্ভের হার পরিবর্তন ইত্যাদি।

৪. আর্থিক নীতি দেশের অর্থবাজারকে প্রভাবিত করে। অপরদিকে, রাজস্ব নীতি দেশের দ্রব্য বাজার বা উৎপন্ন বাজারকে প্রভাবিত করে।

৫. আর্থিক নীতি মূলতঃ সরকারের ঋণ নীতি এবং বৈদেশিক বিনিময় হারের পরিবর্তন দ্বারা পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে, রাজস্ব নীতি সরকারের রাজস্ব বাজেট এবং মূলধনী বাজেটের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

৬. আর্থিক নীতির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে "তারল্য ফাঁদ" প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু, রাজস্ব নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে "তারল্য ফাঁদ" বাধাকে অতিক্রম করা যায়।

৭. আর্থিক নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে IS রেখার আকৃতির ওপর। অপরদিকে, রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে LM রেখার ওপর।

রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা

একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখা, সম্পদের কাম্য বণ্টন নিশ্চিত করা, পূর্ণ নিয়োগ অর্জন ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার প্রধানত আর্থিক ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে থাকে। তবে এই দুটি নীতি পরস্পরের বিকল্প নয় বরং তারা একে অপরের পরিপূরক। আর এই নীতি দুটির সঠিক প্রয়োগ এবং এদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের ওপরই তাদের সাফল্য নির্ভর করে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বেকারত্ব রোধ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্থিক নীতি বা রাজস্ব নীতি কোনোটিই এককভাবে যথেষ্ট নয়। তাই এ দুটি নীতির মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। যখন আর্থিক নীতি ব্যর্থ হয়, তখন রাজস্ব নীতির সহায়তা নিতে হবে। আবার যখন রাজস্ব নীতি ব্যর্থ হয়, তখন আর্থিক নীতিকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া এ দুটি নীতি পরস্পর বিপরীত দিকে পরিচালিত হলে একে অপরের কার্যকরী ক্ষমতা অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে।

উদাহরণের সাহয্যে বলা যায়, সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি অনুসরণ করা হলে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে। ফলে দেশের আয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু, একই সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি অনুসরণ করে তাহলে রাজস্ব নীতির দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক হার হ্রাসের কার্যকারীতা সরকারের কর বৃদ্ধিজনিত সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাহত হয়ে যেতে পারে। এ জন্য রাজস্ব নীতি এবং আর্থিক নীতির মধ্যে সমন্বয় থাকা উচিত, না হলে একে অপরের পরস্পরবিরোধী কাজ করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজস্ব নীতি এবং আর্থিক নীতির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবল একটি দেশের তথা একটি অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব ।

সারসংক্ষেপ

রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির নীতির উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও পদ্ধতিগত ও প্রভাবগত দিক থেকে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ইউনিট মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাজস্ব নীতি কী?
২. রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যগুলো কী?
৩. IS রেখা কাকে বলে?
৪. LM রেখা কাকে বলে?
৫. ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ভিত্তিতে রাজস্ব নীতির প্রকৃতি কেমন?
৬. কেইনসিয়ান মডেলে রাজস্ব নীতি কীরূপ?
৭. রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাজস্ব নীতির হাতিয়ারসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
২. মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন।
৩. মন্দা দূরীকরণে রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন।
৪. ক্রাউডিং আউট সমস্যাটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব নীতির ভূমিকা আলোচনা করুন।
৬. উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতা কতটুকু তা লিখুন।
৭. রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা লিখুন।